দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 17 SEP 2005
পৃষ্ঠা

এইচএসসিতে পাসের হারে রেকর্ড

৯ বোর্ডের গড় ৫৯.৭৪ : জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫,৫৩৪ জন : শীর্ষে রাজশাহী : সিলেট সর্বনিম্নে

সালাহউদ্দীন বাবলু ঃ পাসের হারে এযাবৎকালের রেকর্ড সৃষ্টি করে ২০০৫ সালের এইচএসসি, আলিম, ফাযিল, কামিল, এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফলাফল গতকাল সারাদেশে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। গত মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ৯টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার শতকরা ৫৯.৭৪ ভাগ। গত বছর এই পাসের হার ছিল ৪৭.৮৬ ভাগ এবং তার আগের বছর ৩৮.৫৯ ভাগ। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল, সিলেট, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে সর্বমোট ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৯১০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এবার পাস করেছে মোট ২ লাখ ৯২ হাজার ৭৩ জন। ছাত্রদের ১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন ● ফলাফলের আরো খবর ২ ও ১১ পৃষ্ঠায়

● ঢাকা ৫৩.৫২	● রাজশাহী ৬৫.৯৩	● সিলেট ৪৪.৪০
● কুমিল্লা ৬০.০৬	● যশোর ৬৩.৭০	● কারিগরি ৫৯.৯৮
● চট্টগ্রাম ৫৫.০৫	● বরিশাল ৬২.৪৮	● মাদ্রাসা ৬৪.৭৪

এইচএসসিতে পা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাসের হার শতকরা ৬০.৮৩ ভাগ এবং ছাত্রীদের ৫৮.১২ ভাগ। তবে আগের বছরের পরীক্ষাগুলোর তুলনায় এবার ছাত্র-ছাত্রী উভয়েরই পাসের হার বেড়েছে শতকরা ১২ ভাগ। গত বছর এই হার ছিল যথাক্রমে ৪৮.৯২% ও ৪৬.২৬%। ৯টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে সর্বমোট ৫ হাজার ৫৩৪ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ৪৭ জন এবং তার আগের বছর মাত্র ২০ জন। নকল ও দুর্বল ফলাফলের জন্য খ্যাত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এবার পাসের হারের দিক থেকে অন্য সকল বোর্ডকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল এবং রেকর্ড সৃষ্টি করে সবাইকে চমকে দিয়েছে। রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার এবার শতকরা ৬৫.৯৩ ভাগ। অথচ গত বছর রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার ছিল শতকরা ৪৫.২৩ ভাগ এবং তার আগের বছর ২৬.৬২ ভাগ। রাজশাহীর পরেই এবার পাসের হারের দিক থেকে ২য় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে যশোর বোর্ড শতকরা ৬৩.৭০ ভাগ। যশোরের আগের দু'বছরের পাসের হার ছিল যথাক্রমে ৪২.৭০% ও ৪৩.৮৯%। শতকরা ৬২.৪৮ ভাগ পাস করিয়ে এবার ৩য় অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বোর্ড। এই বোর্ডের আগের দু'বছরের পাসের হার যথাক্রমে ৩৬.৪২%.ও ২৮.০৮%। কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার এ বছর শতকরা ৬০.০৬ ভাগ। আগের দু'বছরে এই হার ছিল যথাক্রমে ৫১.৮০ ভাগ ও ৩৮.৭২ ভাগ। চট্টগ্রাম শিক্ষা

মধ্যে ছাত্র ৩ হাজার ৪২৬ জন এবং ছাত্রী ২ হাজার ৮৩ জন। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৫৮৪ জন, মানবিক বিভাগে ২৯৭ জন এবং বাণিজ্য বিভাগে ৬২৮ জন।

এদিকে গতকাল ফলাফল প্রকাশের পর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অধিকাংশ কলেজ ও মাদ্রাসায় ছিল আনন্দের বন্যা। বেশীরভাগ ছাত্রছাত্রী পাস তথা ভাল ফলাফল করায় শিক্ষক ও অভিভাবকরাও ছিলেন উৎফুল্ল। ফলে সন্ধ্যার মধ্যেই মিষ্টির দোকানগুলো খালি হয়ে যায়।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গড় পাসের হার ৫৩.৫২%। ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, মানবিক, ইসলামিক শিক্ষা, সঙ্গীত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষায় ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩২ হাজার ১২০ জন অংশগ্রহণ করে পাস করেছে ৭০ হাজার ৭১১ জন। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪০ হাজার ৮০১ জন। ছাত্র পাসের হার ৫৫.২৫%। ছাত্রীদের সংখ্যা ২৯ হাজার ৯১০ জন। ছাত্রী পাসের হার ৫১.৩৩%। ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে সর্বমোট ২ হাজার ৮০৪ জন ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে ছাত্র ১ হাজার ৭১৬ জন এবং ছাত্রী ১ হাজার ৮৮ জন। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৪৩২ জন, মানবিকে ৬৬ জন এবং বাণিজ্যে ৩০৬ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ড

রফিকুল ইসলাম সেলিম জানান, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। গত ৬ বছরের তুলনায় এ বছর সর্বোচ্চ ৫৫.০৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও চট্টগ্রামের নামী-দামী কলেজসমূহ ভাল ফলাফল করেছে। সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। ওই কলেজের ৪২ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। 'টপ টেন'-এ উঠে এসেছে মহালছড়ি, বেপজা ও ইউরিয়া ফার্টিলাইজার স্কুল এন্ড কলেজ। চট্টগ্রাম বোর্ডে জিপিএ-৫ অর্জন করেছে ৪৮৫ জন। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজে সর্বোচ্চ ২০৭ জন জিপিএ-৫ অর্জন করে। বোর্ডের অধীন ৪টি কলেজের সকল পরীক্ষার্থী ফেল করেছে।

শীর্ষ ১০টি কলেজের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফলাফল করেছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। ওই কলেজের ৪২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ জন। কৃতিত্বের দিক দিয়ে ২য় স্থানে রয়েছে নগরীর ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। এই কলেজে ২১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৬ পেয়েছে ৮৬ জন। পাসের হার ৯৯.৫৪। চট্টগ্রাম কলেজে ৭৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০৭ জন। তিন তিনবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী এই কলেজের পাসের হার ৯৭.১৪ শতাংশ। চট্টগ্রাম

৩৬ জন, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ৩৫ জন, পাবনা শহীদ বুলবুল সরকারী কলেজ থেকে ৩২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল থেকে ২৬ জন এবং সরকারী সিটি কলেজ থেকে ২১ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। যে কলেজগুলোতে পাসের হার শতকরা একশ' ভাগ সেগুলো হলো নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরের সান্ডাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ, সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার বাহার হাই স্কুল এন্ড কলেজ এবং রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। সারাদেশের সরকারী কলেজগুলোর মধ্যে রাজশাহী নিউ ডিগ্রী সরকারী কলেজ জিপিএ-৫প্রাপ্তদের বিবেচনায় প্রথম হয়েছে।

যেসব কলেজে পাসের হার শূন্য

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ১৩টি কলেজের পাসের হার শূন্য। কেবল ঠাকুরগাঁ জেলাতেই পাঁচটি কলেজে কেউই পাস করেনি। পাসের হার শূন্য এমন কলেজগুলো হলো- নগরীর উপশহর মহিলা কলেজ, নবাবগঞ্জের নারায়ণপুর আদর্শ কলেজ, নওগাঁর গাঙ্গুরিয়া শহীদ স্মৃতি মহিলা কলেজ, রংপুরের তামবুলপুর কলেজ, গাইবান্ধার ফকিরহাট মহিলা কলেজ, কোচাশাহর শিল্পনগরী কলেজ এন্ড গবেষণা কেন্দ্র, উদোখালি মডেল কলেজ, কুড়িগ্রামের হযরত ফাতেমা (রাঃ) গৌর গার্লস স্কুল এন্ড